দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 6 JAN 2007 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই দীনদশা কেন

সরকারের তো সদিচ্ছার কোনো অভাব আছে বলিয়া মনে হয় না, তাহার পরও দেশের বিভিন্ন উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির এত দীনদশা কেন তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। যে-সরকার বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া সফলভাবে কোটি কোটি শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যবই তুলিয়া দিতেছে—শিক্ষার প্রতি তাহার দরদ বা মমত্ববোধের অভাব রহিয়াছে এমন কথা সরকারের ঘোর নিন্দুকও বলিতে দ্বিধা করিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ইহাও সুবিদিত যে শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের এই ইতিবাচক ভূমিকা আন্তর্জাতিক পরিসরেও স্বীকৃত ও প্রশংসিত হইয়া আসিতেছে। তাহার পরও কেন আমাদের প্রায়শ শুনিতে হয় তৃণমূল পর্যায়ে অসংখ্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ দশার কথা? কোথাও বিপজ্জনকভাবে ছাদের প্লাস্টার খসিয়া পড়িতেছে; কোথাও-বা পুরা ভবনটিই ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে। বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না থাকায় জীবনের ঝুঁকি লইয়া শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সেই সব ভবনেই শিক্ষা কার্যক্রম চালাইয়া যাইতেছেন। সাম্প্রতিক কালে একের পর এক ৫ হইতে ৭ মাত্রার ভূমিকম্প সেই ঝুঁকিকে আরও প্রকট করিয়া তুলিয়াছে।

ঝুঁকিপূর্ণ জরাজীর্ণ ভবনের তালিকা দীর্ঘ। সর্বশেষ দৃষ্টান্ত হিসাবে এইখানে পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির চিত্র তুলিয়া ধরা যাইতে পারে। গত বুধবার ইত্তেফাকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে যে উপজেলার অর্ধশতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়েরই জরাজীর্ণ দশা। কী ভয়াবহ তথ্য! একটি উপজেলায় যদি অর্ধশতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের দশা এমন হয়, তাহা হইলে সারা দেশের অবস্থা কী তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। তবে চমকপ্রদ তথ্যটি হইল, নির্মাণের মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই বাউফলের বিদ্যালয়গুলি এই জীর্ণদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। বাহিরের আস্তর ও কলাম ভাঙিয়া রড বাহির হইয়া পড়িয়াছে বেশিরভাগ ভবনের। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক ও অভিভাবকগণ ইহার জন্য নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার এবং সিডিউল মোতাবেক কাজ না হওয়াকেই দায়ী করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহারা না বলিলেও এই ধরনের কাজে অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘুণপোকার সর্বগ্রাসী উপস্থিতির বিষয়টি দেশবাসীর অজানা নহে। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজর এড়াইয়া এই ধরনের নিম্নমানের কাজ হইল কীভাবে? সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গই তাহা ভালো বলিতে পারিবেন।

স্কুলভবন-সংক্রান্ত সমস্যা আরও আছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারের গৃহীত বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগের ফলে কোথাও কোথাও শিক্ষার্থীর সংখ্যা কয়েকগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু বিদ্যালয় ভবন সম্প্রসারিত হয় নাই। ফলে ক্লাসরুমগুলিতে শিক্ষার্থীদের স্থান সংকুলান হইতেছে না। খোলা মাঠে বা গাছতলায় চলিতেছে পাঠদান। স্থানীয় পর্যায়ের এইসব সমস্যার সমাধান তো আর মন্ত্রী বা সরকারপ্রধানের করিবার কথা নহে। প্রতিটি উপজেলায় বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিরা আছেন, আছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাও। সহজেই বোধগম্য যে তাহারা তাহাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিলে বিদ্যালয়গুলির যেমন এই দীনদশা হইত না, তেমনি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরও এতটা দুর্ভোগ পোহাইতে হইত না। সর্বোপরি, দিনাতিপাত করিতে হইত না সার্বক্ষণিক শঙ্কার মধ্যে।